আজ মুন্নির বিয়ে

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৭২
প্রকাশক :
সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রক :
শ্রীসরোজ কুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদশিল্পী :
কুমার অজিত
বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সূচিপত্র

হৃদমাঝারে

এখন কাউকেই আর কিছু বলেন না মণিমালা। চৌত্রিশ বছর ধরে সুখে-দুঃখে দেহমনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা দিব্যগোপালকেও না। কী হবে বলে? সংসারটাকে মণিমালার মনে হয় একটা অস্থির অসুস্থ মানসিক রোগীদের কয়েদখানা। যে যার খেয়ালে উল্লসিত। তালহীন মত্ততায় মদির। সুস্থ মানুষকে তবুও বোঝানো যায়। বলা যায়। সুস্থ মানুষের বিবেককে তবুও জাগানো যায়। ভাবানো যায়। অসুস্থ মানুষের কাছে যুক্তি তর্ক বিচারের বোধ-বুদ্ধি আশা করাই বৃথা। তাই এখন আর কাউকেই কিছু বলেন না মণিমালা। এমনকি আরাধ্য দেবতাকেও নয়। সংসারের আর পাঁচটা মানুষের মতো দেবতার কানও হয়তো বধির হয়ে আছে। মণিমালা এখন তাই শুধু নিয়ম রক্ষা করেন। সংসারের কাজ কর্তব্য কিংবা দেবতার আরাধনায় এখন শুধুই নিয়মরক্ষার খেলা। প্রাণহীন প্রাণের প্রদর্শন।

এখন, এই মুহূর্তে, দিনের ভরন্ত দুপুরবেলায় ঠাকুরঘরে পারিবারিক অষ্টধাতুর বালগোপালকে স্নান করাতে করাতে হঠাৎ চোখ দু'টো ঝাপসা হয় মণিমালার। আন্দাজে বুঝে নিতে চান চশমার অবস্থান। হ্যাঁ, ঠিক জায়গাতেই আছে। চশমা ছাড়া মণিমালা ঝাপসা দেখেন সেই স্কুলবেলার বয়স থেকেই। বিয়ের সময় চৌত্রিশ বছর আগে বাইশের মণিমালার চোখে ছিল মাইনাস সিক্স। অত পুরু চশমার আড়াল থেকে অমন পটলচেরা চোখের সৌন্দর্য উপভোগ করতে না পারার দুঃখে কন্টাক্ট লেন্সের ব্যবস্থা করেছিলেন দিব্যগোপাল। কিন্তু ধাতে সওয়াতে পারেননি মণিমালা। দিব্যগোপালের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখে আসার পর আবার ফিরে এসেছিলেন চশমায়। নিজের মুখে প্রকাশ না করলেও দিব্যর অভিমান পুত্রবধূর কানে ঢেলে দিয়েছিলেন ননীবালা—চশমা